প্রথম আলো

15 MAR 2009
তারিখ 15 MAR 2009
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

ছাত্রদলের পাঁচ কর্মীকে মারধর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রণহীন ছাত্রলীগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল শনিবার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পাঁচ কর্মীকে মারধর করেছেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ইসলামী ছাত্রশিবিরের চার কর্মীকেও মারধর করেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। ১০ মার্চ মারধর করা হয় ছাত্রদলের তিন কর্মীকে। এক মাস বন্ধ থাকার পর গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর প্রায় প্রতিদিনই প্রতিপক্ষ সংগঠন এমনকি সাধারণ ছাত্ররাও ছাত্রলীগের মারধরের শিকার হচ্ছেন। অনেকে মনে করছে, মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির কারণে শৃঙ্খলা না থাকায় ছাত্রলীগের কর্মীরা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছেন। তাঁরা ব্যক্তিগত ও পূর্বশত্রুতার জের ধরে প্রতিপক্ষের কর্মীদের মারধর করছেন।

একাধিক সূত্র জানায়, গত শুক্রবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-শিবিরের সংঘর্ষের জের ধরে গতকাল সকাল থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের কর্মীদের প্রবেশের ওপর নজরদারি শুরু করেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। তবে শিবিরের কোনো কর্মীকে তাঁরা পাননি। ছাত্রলীগের কর্মীরা বেলা দেড়টার দিকে পূর্বশত্রুতার জের ধরে কলা অনুষদে ছাত্রদলের কর্মী সাগরকে মারধর করেন। এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৬

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রণহীন ছাত্রলীগ

শেষ পৃষ্ঠার পর

খবর পেয়ে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা কাঁঠালতলায় অবস্থান নেন। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের কর্মীদের ধাওয়ায় তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। ছাত্রলীগের কর্মীরা খুঁজে খুঁজে ছাত্রদলের কর্মী লিমন, সোহাগ ও রাসেলকে মারধর করে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেন।

বেলা দুইটায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান ছাত্রলীগের কর্মীদের তোপের মুখে পড়েন। তিনি ছাত্রলীগের নেতাদের সহায়তায় ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। পরে ছাত্রলীগের শতাধিক কর্মী কয়েক দফা মহড়া দেন। বেলা আড়াইটায় নতুন ভবনের সামনে ছাত্রদলের কর্মী রঞ্জুকে ধাওয়া করেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। ক্যাম্পাসের বাইরে ফুজি কালারের গলিতে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এসব ঘটনার পর ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ছাত্রলীগের কর্মীদের হামলা থেকে সাংবাদিকও রেহাই পাননি। ৮ মার্চ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক এস এম মহসিন ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলার শিকার হন। ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের জের ধরে গত ২১ জানুয়ারি ছাত্রলীগ তিন মাসের জন্য তাদের সাধারণ কার্যক্রম স্থগিত করে। কিন্তু এক মাসের মাথায় কর্মীরা আবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ২০০৩ সালের ১৩ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সর্বশেষ সম্মেলন হয়। তখন দুই বছরের জন্য সাত সদস্যের একটি কমিটি করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের এক নেতা বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের শৃঙ্খলা ভেঙে গেছে। এ ছাড়া চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে ছাত্রদলের অনৈতিক নির্যাতনের ক্ষোভও আছে। নতুন কমিটিই পারে বর্তমান অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ বলেন, ছাত্রলীগে শৃঙ্খলা ভাঙেনি। যারা এ ধরনের কথা ছড়াচ্ছে, তারা আসলে ছাত্রলীগের কর্মী নয়। সংঘর্ষের ঘটনাগুলোর পেছনে ব্যক্তিগত কারণই প্রধান, দলীয় নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা কথা দিয়েও কথা রাখতে পারছেন না। একাডেমিক পরিবেশ বজায় রাখতে শিগগিরই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে পরিচয়পত্র ছাড়া ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে।